146

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 22 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রতিক্রিয়া

শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকার : একটি প্রসঙ্গ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

৭ নভেম্বর ১৯৯৭ শুক্রবার ভোরের কাগজের 'মুক্তচিন্তা' কলামে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজিত সমস্যা এবং তার সমাধানসহ সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে।

সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে জনাব সাদেক বলেছেন যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সরকারিকরণ করা হয়, তাহলে শিক্ষকদেরকে সরকারিকরণ করা হবে না। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হবে, সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা কথিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তাদেরকে চাকরিতে বহাল রাখা হবে। আর যারা উত্তীর্ণ হবেন না, তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে। পাশাপাশি মন্ত্রী মহোদয় এটাও উল্লেখ করেছেন যে, সরকার যদি বাংলাদেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতা ১০০ ভাগ সরকারিকরণ করে, তবে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও অনুরূপ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রেও যারা উত্তীর্ণ হবেন তাঁদেরকে চাকরিতে বহাল রাখা হবে। আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারবেন না; তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে। মাননীয় মন্ত্রী বা নীতিনির্ধারকরা কি ভেবে দেখেছেন যে, এতে করে কি ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে?

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের হঠাৎ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকগণ যাঁরা নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পাঠদানে রত; তাঁদের কারো কারো শিক্ষকতার বয়স ৩০ বছর বা তারও বেশি। এ অবস্থায় ঐসব শিক্ষক নিজের বিষয়ের বাইরে অন্য সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে কতটুকু সফলকাম হবেন তা ভাববার বিষয়।

প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কলেজসমূহের যেসব শিক্ষক কথিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না; তারা 'অন্য পেশায় চলে যাবেন বলে' মন্ত্রী মহোদয় যে মতামত প্রকাশ করেছেন- তা কি (অন্য পেশা) সরকার নির্ধারণ করে দেবেন? তা না হলে ঐসব শিক্ষক কী করবেন? বেশির ভাগ শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তায় নামা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে বলে মনে হয় না।

সরকারিকরণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পাস করলে চাকরি; নইলে নয়— সরকারের এসব ভাবনা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

আমরা পরীক্ষার বিরুদ্ধে নই। পরীক্ষা অবশ্যই হবে। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় ঐসব শিক্ষকের জন্য একটা সময় মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকরা পরীক্ষা দেবেন। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবেন তারা স্বপদে বহাল থাকবে। আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারবেন না; তাদের পুনঃসুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়বার অসফল হলে সেসব শিক্ষকদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং অমানবিক হবে না। আর কোনোরূপ প্রশিক্ষণ ছাড়া কর্মরত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হঠাৎ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দাঁড় করানো হবে প্রহসনমূলক, অযৌক্তিক এবং অমানবিক।

একে তো আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে। তদুপরি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তাদের বাদ দিলে গোটা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকস্বল্পতা মারাত্মক রূপ ধারণ করবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের এ ব্যাপারে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম : অধ্যক্ষ, শাহখুররম কলেজ, টুকের বাজার, সিলেট।